দৈনিক সংবাদ

তারিখ 11 DEC 1987
পৃষ্ঠা 7 কলাম 3

মেডিক্যাল কলেজে মেয়েদের ভর্তি

আমাদের দেশের মেয়েরা সাধারণত উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে পড়াশোনার সময় পর্যন্ত মা-বাবার সঙ্গে থাকে। তারা সামাজিক, আর্থিক, যোগাযোগ ব্যবস্থা, আইন শৃংখলাজনিত, এমনকি রাজনৈতিক কারণে পিতামাতা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরবর্তী কোন মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হতে মেয়েরা সাহস করে না এবং সঙ্গত কারণেই অভিভাবকও তাদেরকে পাঠাতে চাননা। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অনেক মেয়ে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির সুযোগ পেয়েও ভর্তি হয় না। মেয়েদের এবং তাদের অভিভাবকদের এ দোটানা অবস্থাও বিনা কারণে নয়।

আমাদের দেশের মেডিক্যাল কলেজগুলি সহ প্রায় সকল শিক্ষাঙ্গনেই চলছে এক নৈরাজ্য। কারণে-অকারণে সেখানে গোলযোগ লেগেই আছে। দলীয়, উপদলীয় কোন্দলে মাঝে মাঝে মেডিক্যাল কলেজগুলি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। কর্তৃপক্ষ কলেজ বন্ধ ঘোষণা করেন। দু'ঘন্টার নোটিশে ছাত্র-ছাত্রীদের হোস্টেল ত্যাগ করতে হয়। এর পরই শুরু হয় তাদের উদ্বেগ, অনিশ্চয়তা। অনেক সময় তাদের আশ্রয় নিতে হয় পরিচিত অপরিচিতদের নিকট। রাহা খরচের জন্য হাত পাততে হয় যার-তার নিকট। এই অবস্থায় সবচেয়ে বেশী অসহায় হয়ে পড়ে মেয়েরাই। কারও যেতে হবে চট্টগ্রাম থেকে দিনাজপুর, রংপুর, কেউবা সিলেট থেকে বরিশাল। দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে যানবাহনে "ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই" অবস্থায় আমাদের দেশের একটি কলেজগামী মেয়ের পক্ষে একাকী এ যাত্রা কত বিপদসংকুল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই তাদের চোখে-মুখে একরাশ আতঙ্ক। আল্লাহর নাম স্মরণ করে যাত্রা নিরাপদে শেষ হবে তো?

বাড়ী গিয়ে প্রতীক্ষা করে কবে আবার কলেজ খুলবে। তখন অভিভাবকসহ আবার ফিরে আসে কলেজে। কয়দিন পর আবার গোলযোগ, আবার আতঙ্ক, আবার অসহায় অবস্থায় হোস্টেল ত্যাগ।

এই পটভূমিকায় মেয়েদের মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির জন্য কলেজ 'নির্ধারণের" নিয়ম কানুনের কিছুটা পরিবর্তন ঘটিয়ে যতদূর সম্ভব নিকটবর্তী কলেজে ভর্তির সুযোগ দেওয়া যায় কিনা এ বিষয়ে চিন্তাভাবনার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি।

হাবিবুর রহমান
আম্বরখানা, সিলেট।